ইত্তেফাক

তারিখ ... ৬।৭।৭৯ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষা বিভাগ সমীপে

এই বছরও রমজানের ঈদ উপলক্ষে সকল সরকারী কর্মচারীকে আধা মাসের বেতন অগ্রিম দানের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তার প্রতি সরকার আদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু সোনাগাজী থানার শিক্ষা কর্মকর্তা কোন অজ্ঞাত কারণে থানার সাড়ে তিনশত শিক্ষককে (প্রাথমিক বিদ্যালয়ের) উক্ত অগ্রিম টাকা দেন নাই তাহা শিক্ষকগণ বুঝিতে পারিতেছেন না। শিক্ষকগণের মধ্যে অনেকে গরীব এবং গরীব কর্মচারীদের ছেলে মেয়েদেরকে কিছু আনন্দদানের কথা বিবেচনা করিয়াই সরকার অগ্রিম বেতন দানের কথা বিবেচনা করিয়াছিলেন। গরীব শিক্ষকদের ছেলে-মেয়েদেরকে ঈদের আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিয়া থানা শিক্ষা কর্মকর্তা কি আনন্দ লাভ করিয়াছেন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাহা জানিবার চেষ্টা করিতে পারেন।

মাঝে মাঝে বিদ্যালয় পরিদর্শনে গিয়া সোনাগাজী থানা শিক্ষা কর্মকর্তা শ্রেণীকক্ষে ঘুমন্ত শিক্ষক দেখিতে পান এবং তাহাদের বিরুদ্ধে 'ব্যবস্থা' গ্রহণ করেন। (এ 'ব্যবস্থায়' বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ঘুম ভাঙা শিক্ষকদের ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া আয় করা টাকার বেশ কিছুটা নাকি শিক্ষা কর্মকর্তার পকেটে চালান হয়)। কিন্তু তুলাতলী প্রাথমিক বিদ্যালয় সম্বন্ধে অনেক চেষ্টা করিয়াও থানা শিক্ষা কর্মকর্তার ঘুম ভাঙ্গাইতে পারি নাই। বিদ্যালয়টির দরজা জানালা, চেয়ার-টেবিল, মানচিত্র-গ্লোব-ব্ল্যাকবোর্ড কিছু নাই বলিলে চলে। মাত্র ষোলখানি বেঞ্চ আছে এবং তাহাও স্থানীয় জনগণের নিকট হইতে আমি অর্থ সংগ্রহ করিয়া বানাইয়াছি। এই বিষয়ে শিক্ষা বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণকেও আমি জানাইয়াছিলাম, দুই মাস আগে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক ফেনী মহকুমার শিক্ষা কর্মকর্তাকে তদন্তের আদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত কিছুই হয় নাই।

গত ঈদের অগ্রিম না দেওয়ার বিষয়ে এবং তুলাতলী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দুরবস্থা সম্বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

—মোহাম্মদ সফিউল্যা, প্রধান শিক্ষক, তুলাতলী প্রাথমিক বিদ্যালয়, সোনাগাজী, নোয়াখালী।